বেশী করি সমাদর করিব উহারে।
তা'তে যদি দস্যুবৃত্তি হ'তে মন ফিরে।।
সেবাশুশ্রূষাদি বহু মতে তাঁ'রে কৈল।
তাহাতে দস্যুর আরো গাঢ় ভক্তি হৈল।।
ভাবে মনে বহুদিন করি দস্যুবৃত্তি।
এইমত খেতে দিয়ে কেবা করে ভক্তি।।
অন্নাভাবে দু'টা ভাত খাইবার লাগি।
ভাব ধ'রে হইয়াছি কপট বৈরাগী।।
তাহাতে যে খেতে মেলে কহনে না যায়।
প্রকৃত বৈরাগী হ'লে আরো কিবা হয়?
অন্বেষি' কাঁচের পাত্র প্রাপ্ত হৈনু সোনা।
সাধুপদরজ বাঞ্ছে তারক রসনা।।

দস্যুর দীক্ষাগ্রহণ

লীলাজীর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে কয়।
"প্রভু মোরে শিষ্য করি দেহ পদাশ্রয়।।"
লীলাজী তাহাকে দিল কৃষ্ণ-মন্ত্র-দীক্ষা।
বলে 'আমি হরি বলে মেগে খাব ভিক্ষা।।'
সদাগর ভবনেতে ছিল যে বৈষ্ণব।
হরি! হরি! বলে উঠে নৃত্য করে সব।।
সবে বলে 'চেয়ে দেখ বৈষ্ণবের গণ।
বৈষ্ণব হইয়া গেল এ দস্যু ব্রাহ্মণ।।'
সদাগর ভাবে ডাকাইত এ ব্রাহ্মণ।
দায় ঠেকে হরি বলে পাইতে ভোজন।।
অধিকাংশ ধন দিলে বলিবেক হরি।
খেতে পেলে আর নাহি করিবেক চুরি।।
এত ভাবি সদাগর তা'রে দিল ধন।
রজত সহস্রমুদ্রা করিল অর্পণ।।
আশাতীত ধন পেয়ে আনন্দ বাড়িল।
দৃঢ় করে ব্রাহ্মণ বলিছে 'হরি বল।।
ধন ল'য়ে ভক্ত হ'য়ে দ্বিজ গেল বাড়ী।
ব্রাহ্মণীকে কহে 'পূর্ব্ব বুদ্ধি দিনু ছাড়ি।।
হরি বলে ধন পাই আরো পাই খেতে।
ইচ্ছা নাই যাই আর ডাকাতি করিতে।।'
ব্রাহ্মণ বৃত্তান্ত তা'রে কহিল সকল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী মিলে বলে হরিবল।।
রাজদূত তাহা শুনি রাজাকে শুনায়।
শুনিয়া রাজার মন হরষিত হয়।।
রাজা বলে 'প্রজা যদি হইল বৈরাগী।
রাজভেট উপহার লও তার লাগি।।'
দুই রাজদূত দুই রাজভেট ল'য়ে।
স্তব করে ব্রাহ্মণেরে রাজভেট দিয়ে।।
দ্বিজ ভাবে বৈষ্ণবের সাজের কি গুণ।
বেশ দেখে বৈশ্য মোর সেবায় নিপুণ।।
আরো যবে কৃষ্ণমন্ত্র করিনু গ্রহণ।
তাহা দেখি সদাগর মোরে দিল ধন।।
পরম বৈষ্ণব ধর্ম ধন্য ধন্য মানি।
রাজা দিল ভেট দূতে কহে স্তুতি বাণী।।
বিশুদ্ধ বৈরাগী আমি যখন হইব।
নাহি জানি তখনে কি হ'ব কিনা হ'ব।।
এহেন বৈরাগ্য আমি কবে বা পাইব?
কবে ব্রজে যাব অমি কবে দীন হ'ব?
এহেন বৈষ্ণব ধর্ম আমাকে ছাড়িয়া।
কোথা ছিল হরিনাম আমাকে বঞ্চিয়া?
যখন হইল মম দস্যুবৃত্তি মন।
কোথায় বৈষ্ণব ধর্ম ছিলরে তখন?
যে নামে জগৎ ভোলে প্রেমে মত্ত হ'য়ে।
সেই নাম মোরে ত্যজে ছিল লুকাইয়ে।।
পেয়েছি তোমাকে যদি আর কি ছাড়িব?
যে দেশে তোমাকে পা'ব সেই দেশে যা'ব।।
আর না করিব আমি কর্ম দুরাচার।
অভেদ নামনামীন বুঝিলাম সার।।